প্রথম আলো

তারিখ 15 AUG 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

এমপিওর কাজ আঞ্চলিক কার্যালয়ে

মোশতাক আহমেদ ●

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারি অর্থ প্রদান (এমপিও) সংক্রান্ত কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবর্তে অধিদপ্তরের অধীন সারা দেশের নয়টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের (জোন) মাধ্যমে এমপিওর কাজ হবে। পরীক্ষামূলকভাবে খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে এ মাস থেকেই এ কার্যক্রম শুরু হবে।

এখন পর্যন্ত সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে এমপিওর কাজ পরিচালনা করে আসছে। নতুন সিদ্ধান্তের বিষয়ে গতকাল মঙ্গলবার পরিপত্র জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, এত দিন ধরে শিক্ষক-কর্মচারীরা ঢাকায় এসে এমপিওর কাজ করতেন। এতে তাঁদের নানা ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। নতুন সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষকদের এমপিওর কাজের জন্য আর ঢাকায় আসতে হবে না। আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমেই তাঁরা এই কাজ করে নেবেন। এ জন্য এমপিওর আবেদন করতে হবে আঞ্চলিক কার্যালয়ে এবং কারা এমপিওর যোগ্য হবেন, সেটা আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমেই ঠিক হবে। মন্ত্রণালয় কেবল টাকা ছাড় ও নীতিনির্ধারণী কাজগুলো করবে। এতে শিক্ষা প্রশাসনের কাজে যেমন বিকেন্দ্রীকরণ হবে, তেমনি গতিও বাড়বে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রে বলা হয়, খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিচার করে সেখানে এমপিও বিতরণ কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে এ মাস থেকেই শুরু হবে। এই অঞ্চলের উপপরিচালক প্রচলিত বিধিবিধান অনুসারে ওই অঞ্চলের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও-সংক্রান্ত নথি নিষ্পত্তি করবেন। তবে এই কাজ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে এবং কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করবে।

শিক্ষক-কর্মচারীদের নতুন এমপিওভুক্তি, টাইমস্কেল ও এমপিও-সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য খুলনা উপপরিচালকের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির বাকি সদস্যরা হবেন: স্থানীয় জেলা প্রশাসনের মনোনীত একজন প্রতিনিধি, খুলনা অঞ্চলের ইএমআইএসের প্রোগ্রামার ও বিদ্যালয় পরিদর্শক (সদস্যসচিব)। এই কমিটিই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নিষ্পত্তি করবে।

পরিপত্রে বলা হয়, খুলনা অঞ্চলের চাহিদা অনুসারে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ চেয়ে মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ ছাড়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসংক্রান্ত এমপিওর সিট সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকের খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে এবং ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয় সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষাব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এমপিও বিকেন্দ্রীকরণের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে বলে পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়।